দৈনিক
ইত্তেফাক

21 MAR 2017

ফটিকছড়িতে মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে ইমামতির সময় ছুরিকাঘাত

হামলাকারী আটক, সেনাবাহিনীর সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

■ বিশ্বজিৎ রাহা, ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

ফটিকছড়ির পাইন্দং-এ মসজিদে ইমামতি করার সময় একটি মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে দুর্বৃত্তরা ছুরিকাঘাত করে গুরুতর আহত করেছে। তাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তিনি শঙ্কামুক্ত নন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। গতকাল সোমবার মাগরিবের নামাজের সময় এই ঘটনা ঘটেছে। ফটিকছড়ি থানার ওসি (তদন্ত) বিদ্যুৎ বড়ুয়া বলেন, ঘটনার পর এলাকার পরিস্থিতি শান্ত আছে। আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছি।

জানা গেছে, গতকাল উত্তর পাইন্দং আমতলের রহমতুল্লিল আলামিন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা শাহ আলম নঈমী (৬৫) অন্যান্য দিনের মতো তার মাদ্রাসা কমপ্লেক্সে মাগরিবের নামাজের ইমামতি করছিলেন। মুসল্লী বেশে তার পেছনে দাঁড়ানো চার যুবকের একজন নামাজের রুকু অবস্থায় হুজুরের পিঠে ও পেটে ছুরিকাঘাত করে। এ সময় উপস্থিত মুসল্লীরা কয়েকজন নামাজ ভেঙ্গে ওই যুবককে ঝাপটে ধরে ফেলে। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

ফটিকছড়িতে মাদ্রাসার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই যুবকের সঙ্গে আসা অন্য যুবকরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এদিকে উপস্থিত মুসল্লীরা সেখান থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় হুজুরকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা সদরের আল নুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মধ্যরাতে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে, হুজুরের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে রাখা হয়েছে।

এদিকে এ ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় কয়েক হাজার নারী পুরুষ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। খবর পেয়ে ফটিকছড়ি থানার ওসির নেতৃত্বে থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা চালায়। পুলিশ ঘাতক যুবকটিকে জনতার কাছ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে, কিন্তু জনতার ক্ষুব্ধ মনোভাবের কারনে পুলিশ রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত ঘাতক যুবকটিকে নিজেদের হেফাজতে আনতে পারেনি। পরে রাত নয়টার দিকে পার্শ্ববর্তী নয়াবাজার সেনা ক্যাম্প থেকে সেনা বাহিনীর একটি টিম গিয়ে আহত যুবককে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

আহত ওই যুবক একই ইউপির মিয়াজির বাড়ির জনৈক নুর মোহাম্মদের ছেলে ছালাহ উদ্দিন (৩০) বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। এদিকে এ ঘটনায় জনমনে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এভাবে মসজিদে ঢুকে নামাজরত অবস্থায় একজন ইমামকে ছুরিকাঘাত করার বিষয়টি কেউ মেনে নিতে পারছে না। স্থানীয় একটি সূত্র জানিয়েছে, মাদ্রাসা এলাকায় কিছু জমি জমা নিয়ে বিরোধের জের ধরে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে অধ্যক্ষ নঈমী সর্বমহলে পরিচিত এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তার মাদ্রাসা কমপ্লেক্সে প্রতি বছর দেশ বিদেশ থেকে বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদরা আসেন।